কলকাতা হাই কোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক : **শম্পা দত্ত (পাল), বিচারপতি।**

ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার, টাটা মোটরস ফাইন্যান্স লিমিটেড
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

২০১৯-এর সি. আর. আর-২৬১, ১৪/১২/২০২২-এ স্থির করা হয়েছে

ফৌজদারি কার্যবিধি (১৯৭৪ সালের ২ নং ধারা), ধারা ৪৮২-কার্যধারা বাতিল-সালিশ ধারার সঙ্গে ভাড়া ক্রয় চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগ-অভিযোগ যে অভিযুক্ত-সংস্থা অভিযোগকারীর গাড়ি বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে-সংশ্লিষ্ট গাড়িটি সালিশকারীর আদেশ/পুরস্কার কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনত পুনরায় দখল করা হয়েছে, যা অভিযোগকারী তার চুক্তির অংশটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে এমন ফলাফলের ভিত্তিতে পাস করা হয়েছিল-অভিযোগে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করা হয়নি-কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ৩৩,৩৭,৩৮)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

2021 ক্রি এলজে ২৪১৯ (এসসি):এআইআর ২০২১ এসসি
১৯১৮:এআইআর অনলাইন ২০২১ এসসি ১৯২ পেরা নম্বর. (৩১)
এআইআর অনলাইন ২০২১ এসসি ৪৫৪ পেরা নম্বর. (৩২)
এআইআর ২০২১ এসসি ৯৩১:এআইআর অনলাইন ২০২০ এসসি ৮৬৪ পারা নং. (৩২)
এআইআর ২০১৯ এসসি ৪১৯৮ঃ২০১৯ সিআরআই এলজে ৪৭৫৪ (এসসি) প্যারা নং। (৩২)
এ. আই. আর ২০১৮ এস. সি ২০৩৯ প্যারা নং। (৩২)
এআইআর ২০১৭ এসসি ৩৭৩:২০১৭ সিআরআই এলজে ১৭০২ (এসসি) অনুচ্ছেদ নং. (৩২)
এ.আই.আর ২০১৫ এস. সি ১৭৫৮:২০১৫ সিআরআই এলজে ২৩৯৬
(এসসি):২০১৫ এ.আই.আর এসসিডব্লিউ ২০৭৫ পারা নং. (১৫,৩৫,৩৭)
এ.আই.আর ২০১৪ এস. সি. ১৮৭ঃ2014 সিআরআই এলজে ৪৭০
(এসসি):২০১৩ এ.আই.আর এসসিডব্লিউ ৬৩৮৬ পারা নং. (১৫)
এ. আই. আর ২০১২ এস. সি ৬৪২ প্যারা নং। (৩২)
এআইআর ২০১০ এসসি ৩৭৬২:২০১১ সিআরআই এলজে ৮৯ (এসসি):২০১০
এ. আই. আর এসসিডব্লিউ ৬৪৬২ প্যারা নং। (৩২)
২০১০ এ. আই. আর এসসিডব্লিউ ৫৭১৫ প্যারা নং. (৩২)
এআইআর ২০০৮ এসসি ৭৮৭:২০০৮ সিআরআই এলজে ১৩৭৫
(এসসি):২০০৮ এআইআর এসসিডব্লিউ ১১ প্যারা নং. (৩২)
এআইআর অনলাইন ২০০৫ এসসি ৫৮৭ প্যারা নং. (৩২)
এআইআর ২০০৪ এসসি ৩৯৬৭ :২০০৪ সিআরআই এলজে ৩৮৪৫

(এসসি):২০০৪ এআইআর এসসিডব্লিউ ৪৩২৯ প্যারা নং. (৩২)

এ. আই. আর ২০০৪ এস. সি ১৪৬৭:২০০৪ এ. আই. আর এসসিডব্লিউ ৪১৬ প্যারা নং (৩২)

এআইআর ২০০৩ এসসি ২৬১২:২০০৩ সিআরআই এলজে ৩১১৭

(এসসি):২০০৩ এয়ার এসসিডব্লিউ ৩২৫৮ প্যারা নং. (৩২)

এ. আই. আর ২০০৩ এস. সি ৪১৪০:২০০৩ সিআরআই এলজে ২৩২২

(এসসি):২০০৩ এ. আই. আর এসসিডব্লিউ ২১৩৩ প্যারা নং. (৩২)

এ. আই. আর ১৯৯৯ এসসি ৩৫৯৬১৯৯৯ সিআরআই এলজে ৪৫৬৬

(এসসি):১৯৯৯ এ. আই. আর এসসিডব্লিউ ৩৬০৭ প্যারা নং. (৩২)

এআইআর ১৯৯৮ এসসি ৬৮৮:১৯৯৮ ল্যাব আই. সি ৪৮৩

(এস. সি) ১৯৯৮ এআইআর এসসিডব্লিউ ৩৫২ প্যারা নং. (৩২)

এআইআর ১৯৯২ এসসি ৬০৪:১৯৯২ সিআরআই এলজে ৫২৭

(এসসি):১৯৯২ এআইআর এসসিডব্লিউ ২৩৭ প্যারা নং. (৩১,৩২)

এআইআর ১৯৮০ এসসি ৩২৬:১৯৮০ সিআরআই এলজে ৯৮ (এসসি) প্যারা নং. (৩২)

১৯৭৭ সিআরআই এলজে ১১২৫ (এসসি) অনুচ্ছেদ নং (৩২)

এ. আই. আর ১৯৭০ এস. সি ৭৮৬ প্যারা নং. (৩২)

এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৮৬২ প্যা রা নং। (৩১,৩২)

আইনজীবীদের নাম

তীর্থঙ্কর দে, আবেদনকারীর হয়ে।
এ. গাঙ্গুলি, দেবজানি সাহু, বিবাদীর হয়ে।

1. **আদেশঃ- এই পুনর্বিবেচনামূলক** আবেদনটি দুর্গাপুর থানা মামলা নং-১৭৮ / ২০১৮ সালের তারিখ ২৯.০৪.২০১৮ এর সাথে সম্পর্কিত জি. আর নম্বর ২০১৮ সালের ৬১১ এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭/৪৭১/৪৭৪/১২০বি/৩৪ ধারার অধীনে দুর্গাপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন।

2. আবেদনকারী সংস্থাটি অন্যান্যদের মধ্যে বাণিজ্যিক যানবাহন সহ যানবাহন কেনার জন্য তার বিভিন্ন গ্রাহকদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে।

3. দুর্গাপুর থানা মামলা নং ১৭৮ / ২০১৮ এর সাথে সম্পর্কিত জি.আর নং ২০১৮ সালের ৬১১ বিপরীত পক্ষের নং ২ দ্বারা দায়ের করা আবেদনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে আবেদনকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে দুর্গাপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭/৪৭১/৪৭৪/১২০বি/৩৪ ধারার অধীনে।

4. লিখিত অভিযোগে বর্ণিত মামলাটি এই মর্মে যে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষের নং. ২ আবেদনকারী সংস্থাটির সাথে একটি ঋণ সহ হাইপোথেকেশন চুক্তি করেছে যার চুক্তি নং ৫০০১১৪০০৪৫ তারিখ ০২.০৮.২০১৩ একটি যানবাহন কেনার জন্য যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডব্লিউবি ৩৯এ-৭৯০৫।

5. প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতেন কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উক্ত সংস্থাটি ঋণের কিস্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।অভিযুক্ত নং ১,২ এবং ৩; ১৮.০৪.২০১৫ তারিখে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে যার নথিভুক্ত নম্বর ডাব্লুবি৩৯এ-৭৯০৫ এবং এটি একটি পার্কিং ইয়ার্ডে রেখেছিল।

6. অভিযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা, বিপরীত পক্ষ নং. ২ দ্বারা জমা দেওয়া সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করার পরে এবং উক্ত বিরোধী পক্ষের আর্থিক পরিচয়পত্র, বয়স, যোগ্যতা এবং বিপরীত পক্ষ নং. ২ একটি বাণিজ্যিক যানবাহন ঋণ অনুমোদন করেছিল।

7. কোম্পানিটি ১৮,৫০,০০০ টাকা বিপরীত পক্ষের কাছে নং. ২ কে ঋণ দিতে সম্মত হয় উক্ত (ট্রাক) গাড়ি কেনার জন্য।এটি সম্মত হয়েছিল যে বিপরীত পক্ষ নং. ২ ১৫,০০০/- টাকা দিয়ে তার প্রাথম মাসের আর্থিক দায় মেটাবে, দ্বিতীয় থেকে ছাব্বিশ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৫৯,০০০/- টাকা, ২৭ থেকে ৩৬ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৫১,০০০/- টাকা। ২০১৩ সালের ২রা মার্চ থেকে শুরু হওয়া বাকি সাইত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৪৮,২৮৯ টাকা।একটি চুক্তি যার মধ্যে একটি সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল তা পক্ষগুলির দ্বারা এবং তাদের মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল।

8. এটি আবেদনকারীর মামলা যে বিপরীত পক্ষ নং. ২ অভিযোগকারী ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, বিপরীত পক্ষ নং. ২ বকেয়া পরিশোধ করেনি এবং তারপরে আবেদনকারী/সংস্থা দ্বারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।

বিপরীত পক্ষের দ্বারা একটি চেক যার নম্বর. ৭৮৭৬২২, ৪ঠা আগস্ট, ২০১৪ তারিখের ১৪,৬৫,১৯৭.৬৩ টাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল বকেয়া পাওনা বাবদ যা ব্যাঙ্কের দ্বারা পরিশোধ না করেই ফেরত দেওয়া হয়েছিল।নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে একটি মামলা শুরু করা হয়েছিল এবং এটি দুর্গাপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন রয়েছে, সিআরআর/৪২১/২০১৪।

9. এরপর আবেদনকারী/কোম্পানি এই বিরোধটি একমাত্র সালিসকারী শ্রী পি. সি ফালগুনান এর কাছে পাঠায়। ।সংস্থাটি আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ১৭-এর অধীনে একটি আবেদন করতে পছন্দ করেছিল এবং বিজ্ঞ সালিসকারী তার ১৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে উক্ত সংস্থা/দাবিদার ঋণ করা গাড়িটি পুনরায় দখল করতে পারে এবং বকেয়া ঋণের পরিমাণ আদায়ের জন্য গাড়িটি বিক্রি/স্থানান্তর করতে পারে।

10. বিজ্ঞ সালিসকারীর ১৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশ সত্ত্বেও বিপরীত পক্ষের নং. ২ টাকা দিতে অস্বীকার করে।তখন কোম্পানির কাছে ১৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশ কার্যকর করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি যথাযথভাবে মেনে চলার পরে সংশ্লিষ্ট গাড়িটি শান্তিপূর্ণভাবে ১৫.০৫.২০১৫-এ পুনরায় দখল করা হয়েছিল।দখলের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই এখতিয়ারভুক্ত পুলিশ স্টেশনকে অবহিত করা হয়েছিল।পরবর্তীকালে উক্ত সংস্থাটি উভয় পক্ষের মধ্যে সাক্ষরিত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট শর্তের সাথে কঠোরভাবে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত গাড়িটি বিক্রয় করে দেয়।

11. বিপরীত পক্ষের নং.২ এখানে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত হননি এবং সালিশ প্রক্রিয়ার অংশ নেননি এবং অবশেষে বিষয়টি একপক্ষীয়ভাবে শুনানি হয় এবং ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই বিজ্ঞ সালিসকারী একটি রায় প্রদান করেন।

12. বর্তমান মামলাটি তখন বিপরীত পক্ষ নং.২ অভিযোগকারী দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। উক্ত গাড়ির পুর্নদখলের অনেক পরে। ১৫.০৫.২০১৫ তারিখে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, ২৩.০৭.২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত সালিসী আদেশ পাস

করা হয়েছিল এবং বর্তমান মামলাটি ২৯.০৪.২০১৮ তারিখে শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র আবেদনকারীদের হয়রানি ও অপমান করার জন্য।

13. আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী তীর্থঙ্কর দে বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বর্তমান কার্যধারা আবেদনকারীদের উপর গুরুতর নিপীড়ন এবং অযৌক্তিক হয়রানির সৃষ্টি করছে।এটি আরও বলা হয়েছে যে ভাড়াটিয়া এবং/অথবা ঋণের পরিমাণ ভাড়া না দেওয়ার কারণে কোনও অর্থদাতা এবং/অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গাড়ির পুর্নদখল নেওয়ার এবং সরকারী নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে এটি বিক্রি করার অধিকার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং এই মহামান্য আদালতের দ্বারাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।বিপরীত পক্ষ নং ২ এবং উল্লিখিত কোম্পানির (পিটিশনকারী) মধ্যে সম্পাদিত ঋণের চুক্তিতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভাড়ার পক্ষ থেকে মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাস্তবিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং উল্লিখিত কোম্পানি গাড়ির দখল নেওয়ার অধিকারী হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে ঋণগ্রহীতা চুক্তিতে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত সম্মত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যার ফলে উক্ত সংস্থাটি উক্ত গাড়ির পুনরায় দখল নিতে বাধ্য হয়েছিল।উক্ত কোম্পানির দ্বারা এই ধরনের পুর্নদখল এবং পরবর্তীকালে পুর্নদখলের সম্পত্তির বিক্রয়কে অবৈধ বলা যায় না এবং তাই বিতর্কিত কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে।

14.যে তাত্ক্ষণিক মামলাটি অসৎ উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধে উপস্থিত নেই এবং এই ক্ষেত্রে একটি চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধ ফৌজদারি আদালতে কার্যকারী নয় এবং যেহেতু বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর আচরণ আইনের প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে বর্তমান কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন।

15. আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব এবং আরেকটি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য [(২০১৫) ৬ সুপ্রিম কোর্টের মামলা, ২৮৭ : (এআইআর ২০১৫ এসসি ১৭৫৮)] এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন সেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন :-

"১৬ উপরোক্ত আদেশের ভিত্তিতে, এফআইআর নং. ২০১১ সালের ২৯৮ নং মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়, যার ফলে অপরাধ নং। ২০১১ সালের ৪১৫ ধারা আইপিসি ৪৬৫,৪৬৭ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য। উপরোক্ত আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারীরা ২০১১ সালের নং ২৪৫৬১ (ফৌজদারী বিবিধ) তে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট একটি সংক্ষিপ্ত আদেশে মতামত দিয়েছে যে এফআইআরের পর্যালোচনায় এটি বলা যায় না যে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ তৈরি করা হয়নি।এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, এটি আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।তাই বিশেষ ছুটির মাধ্যমে এই আবেদন।

১৯. আমরা তথ্যগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি কারণ বর্তমান মামলাটি, যেমন আমরা দেখতে পাই, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে উদাহরণ দেয়, যেন এটি একটি নিয়মিত পদ্ধতি।এছাড়াও, সারফেসি আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলি উচ্চতর ফোরামের সামনে উল্লিখিত আইনের অধীনে উপলব্ধ এবং যদি কোনও ঋণগ্রহীতাকে ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় যা এটি নেওয়া হয়েছে, তবে এটির কোনও বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে।এটি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় যে বিধিবদ্ধ প্রতিকারগুলি চতুরতার সাথে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং পৃথক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তোলার জন্য বিচারের পথ গ্রহণ করা হয়েছে যা তাদের এককালীন নিষ্পত্তির অনুরোধ মেনে নিতে বাধ্য করে যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্ভবত মেনে নেয়নি।তা ছাড়া, অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য সম্মত হওয়া সত্ত্বেও, অন্তত আন্তরিকতা দেখানোর জন্য সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।এর বিপরীতে, একটি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর মনোভাব নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা রয়েছে।অভিযোগকারী মামলা প্রত্যাহার করতে পারতেন কি না, সেটা অন্য বিষয়।বাস্তবতা হল, কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি।

27. আইনের উপরোক্ত উচ্চারণের ক্ষেত্রে, এটি পুনর্ব্যক্ত করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে করা অভিযোগ এবং অভিযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে নির্দেশ জারি করতে হবে

না।তাঁকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি পাঠানো ন্যায়বিচারের পক্ষে সহায়ক হবে এবং তারপরে তিনি প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারেন।বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কে উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।আমরা পুরোপুরি সচেতন যে অবস্থানের কোনও গুরুত্ব নেই, কারণ কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।তবে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ অভিযোগ, ঘটনার তারিখ এবং কোনও আমলযোগ্য মামলা দূরবর্তীভাবে তৈরি করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা উচিত। এটিও উল্লেখ করতে হবে যে, যখন কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহীতা সারফেসি আইনের আওতায় আসে, তখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে এক্তিয়ারের আবেদন করে এবং ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে একটি পৃথক পদ্ধতি রয়েছে, তখন আরও যত্ন, সাবধান এবং সতর্কতার মনোভাব মেনে চলতে হবে।

28. একটি এফআইআর দায়ের করার জন্য "আবেদন অনুসারে" একটি নির্দেশনা জারি করা সমাজে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করে এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রতিফলিত করে।এটি প্রকাশ কুমার বাজাজের মতো 3 নং প্রতিবাদী মতো অসাধু ও নীতিহীন মামলাকারীদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাঁটু গেড়ে দাঁড় করানোর জন্য আদালতের সাথে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে।বাস্তব ব্যাখ্যাটি যেমন প্রকাশ করবে, 3 নং প্রতিবাদী পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এবং নিষ্পত্তি রেকর্ড করে একটি রিট পিটিশনে হাইকোর্টের দ্বারা বিষয়টি মোকাবিলা করার পরে, তিনি ফৌজদারি মামলাটি প্রত্যাহার করেন না এবং এমন কোনও পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করেন যেখানে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন যেন তিনি সমস্ত সমীক্ষার সম্রাট।এটি লক্ষণীয় আকর্ষণীয় যে, বর্তমানে উপ-রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত প্রথম আপিলকারীর মেয়াদকালে না ঋণ নেওয়া হয়েছিল, না খেলাপি করা হয়েছিল, না সারফেসি আইনের অধীনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।তবে, বর্তমান প্রথম আপিলকারীর অনুরোধে দ্বিতীয়বার সারফেসি আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।আমরা কেবল ঋণ পরিশোধ এড়ানোর একমাত্র অভিপ্রায় নিয়ে আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য প্রতিবাদী তৃতীয়-এর শয়তান পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছি।যখন

কোনও নাগরিক কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নেন, তখন তা ফেরত দেওয়া তাঁর কর্তব্য এবং কোনও রকম খেলাপি নয়।আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, তিনি এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন কারণ তার অন্তর্নিহিত প্রত্যয় রয়েছে যে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে না কারণ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আবেদন তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতে একটি সহজ আবেদন।আমাদের জানানো হয়েছে যে ১৫৪ (৩) ধারার সাথে সম্মতি দেখানোর জন্য একটি নথির একটি কার্বন কপি দাখিল করা হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে এটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

30. আমাদের বিবেচিত মতে, এই দেশে এমন একটি পর্যায় এসেছে যেখানে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার আবেদনগুলি ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের আহ্বানকারী আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে শপথ করা একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।এছাড়াও, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে সত্য যাচাই করার এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য ভালভাবে পরামর্শ দেওয়া হবে।এই হলফনামা আবেদনকারীকে আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।আমরা এটা বলতে বাধ্য কারণ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে হয়রানি করার জন্য কোনও দায়িত্ব না নিয়ে নিয়মিতভাবে এই ধরনের আবেদন দায়ের করা হচ্ছে।তা ছাড়া, এটি আরও বিরক্তিকর এবং উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যখন কেউ একটি বিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে আদেশ পাস করছে এমন লোকদের তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে যা উক্ত আইনের কাঠামোর অধীনে বা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।কিন্তু ফৌজদারি আদালতে অযৌক্তিক সুবিধা নেওয়ার জন্য এটি করা যাবে না, যেন কেউ ক্রোধ মেটাতে বদ্ধপরিকর।

31. আমরা ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি যে ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে পিটিশন দাখিল করার সময় ধারা ১৫৪ (১) এবং ১৫৪ (৩) এর অধীনে পূর্ববর্তী আবেদন থাকতে হবে।আবেদনে উভয় দিকই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে।১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আবেদনকে হলফনামা দ্বারা সমর্থন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য পরোয়ানাটি হল যাতে আবেদনকারী ব্যক্তি সচেতন হন এবং কোনও মিথ্যা হলফনামা

দেওয়া হয় না তা দেখার চেষ্টা করেন।কারণ, একবার কোনও হলফনামা মিথ্যা প্রমাণিত হলে, তিনি আইন অনুযায়ী বিচারের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।এটি তাকে ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বকে আকস্মিকভাবে আহ্বান করতে বাধা দেবে।তা ছাড়া, আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, মামলার অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারাও এর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।আমরা আর্থিক ক্ষেত্র, বৈবাহিক বিরোধ/পারিবারিক বিরোধ, বাণিজ্যিক অপরাধ, চিকিৎসা অবহেলার মামলা, দুর্নীতির মামলা এবং ফৌজদারি মামলা শুরু করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব/ঘাটতি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মামলা হিসাবে এটি বলতে বাধ্য, যেমন ললিতা কুমারী [(২০১৪) ২ এস. সি. সি ১-এ চিত্রিত হয়েছেঃ(এ. আই. আর ২০১৪ এস. সি ১৮৭):(২০১৪) ১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৫২৪] দাখিল করা হচ্ছে।এছাড়াও, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের বিষয়েও অবগত থাকবেন।

৩৩ এই মুহূর্তে, আমরা সার্থকভাবে সারফেসি আইনের ৩২ ধারার কথা উল্লেখ করতে পারি, যা নিম্নরূপঃ

"৩২সৎ বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের সুরক্ষা।- এই আইনের অধীনে সৎ বিশ্বাসে করা বা বাদ দেওয়া কোনও কাজের জন্য কোনও সুরক্ষিত ঋণদাতা বা তাঁর কোনও কর্মকর্তা বা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোনও মামলা, বা অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া হবে না।

বর্তমান ক্ষেত্রে, আমরা বলতে বাধ্য যে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে এফআইআর নিবন্ধনের নির্দেশ দেওয়ার আগে উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল। কারণ সংসদ তার প্রজ্ঞায় সুরক্ষিত ঋণদাতা বা তার যে কোনও কর্মকর্তাকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের বিধান করেছে এবং জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, আইন প্রণয়নের আদেশটি মনে রাখতে হবে।

16. যথাযথ পরিষেবা সত্ত্বেও বিপরীত পক্ষ নম্বর ২/ অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি।

17. আইনজীবীদের কথা দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি। নথিতে থাকা উপকরণগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি ।

18. বিবেচনা করা হয়েছে।

19.সংযুক্তি পি-১ হল আবেদনকারী নং- ১ এবং বিপরীত পক্ষ এর মধ্যে ভাড়া ক্রয়ের চুক্তি।উক্ত চুক্তিটি ২রা আগস্ট, ২০১৩ তারিখের এবং একটি ট্রাক কেনার জন্য অর্থায়ন/ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত।ভাড়া ক্রয়ের উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে বিপরীত পক্ষ উক্ত গাড়িটি নিয়েছিল যার মধ্যে সালিশের জন্য একটি ধারা রয়েছে।

লেনদেনের উক্ত প্রকৃতি ভাড়া নেওয়ার অবস্থানে থাকে যতক্ষণ না ভাড়াটিয়া কেনা পণ্যের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে তার ক্রয়ের বিকল্পটি ব্যবহার করে।

20.এই ধরনের ক্ষেত্রে ভাড়াটেকে নিবন্ধিত মালিক হিসাবে দেখিয়ে মালিকদের পক্ষে ভাড়া ক্রয়ের অনুমোদন সহ উক্ত গাড়ির নিবন্ধন করা যেতে পারে।উক্ত ভাড়া ক্রয় চুক্তির শর্তাবলী উক্ত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে সালিশ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

21.সালিশ চুক্তি কার্যকর করার মাধ্যমে আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিষয়টি বিজ্ঞ সালিসকারীর কাছে প্রেরণ করেন যিনি ১৮.০৪.২০১৫ তারিখের একটি আদেশ এবং ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের একটি রায় দ্বারা উক্ত গাড়ির পুনঃঅধিকারের নির্দেশ দেন।

22.বিজ্ঞ সালিসকারী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখানে অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এইভাবে উক্ত গাড়ির পুনর্বাসনের জন্য একটি আদেশ পাস করা হয়েছে।

23.বিদ্বান সালিসকারী স্পষ্টভাবে বলেন যে, এখানে অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষ একজন খেলাপি এবং তাই তিনি উক্ত গাড়ির দখল ধরে রাখার অধিকারী নন এবং তদনুসারে আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উক্ত গাড়ির হেফাজত/ পুর্নদখলের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেন।

24.১৫.০৫.২০১৫ তারিখে বিজ্ঞ সালিসিকারি ট্রাইব্যুনালের ১৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষের হেফাজত থেকে উক্ত গাড়িটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

25.বিপরীত পক্ষ/খেলাপি/অভিযোগকারীর দায়ের করা বর্তমান অভিযোগ

মামলাটি উক্ত গাড়ি বাজেয়াপ্তকরণ এবং পক্ষগুলির মধ্যে ভাড়া ক্রয় চুক্তির বিষয়ে।বর্তমান অভিযোগটি ২০১৮ সালের ২৯শে এপ্রিল দুর্গাপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত/বিপরীত পক্ষের দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ২০০ ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছিল অর্থাৎ, ১৫.০৫.২০১৫ তারিখে গাড়িটি পুনরুদ্ধার এবং আইনত বাজেয়াপ্ত করার অনেক পরে।

26.এখানে বিরোধী পক্ষ আবেদনকারী/কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যদের বিরুদ্ধে কার্যধারা শুরু করেছে কারণ তিনি ঋণ পরিশোধে খেলাপি এবং বিজ্ঞ সালিসকারীর আদেশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গাড়িটি পুনরায় দখল করা হয়েছিল।

27. বিপরীত পক্ষ যথাযথ পরিষেবা সত্ত্বেও উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।বিপরীত পক্ষের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা মামলা সম্পর্কিত নথি থেকে, ভাড়া ক্রয় চুক্তি এবং সালিশের চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই।

স্বীকার করা যায় যে, চুক্তি লঙ্ঘন হয়েছে (ভাড়া ক্রয় চুক্তি) কারণ প্রাথমিকভাবে বিপরীত পক্ষ চুক্তির তার অংশটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

28.সালিশ ধারার সঙ্গে একটি চুক্তি লঙ্ঘনের পরেও টিকে থাকে/বেরিয়ে যায়, কারণ চুক্তির সময় যে সালিশের বীজ বপন করা হয়, তা তখনই অঙ্কুরিত হয় যখন কার্যকারিতা লঙ্ঘন হয়।পক্ষগুলির অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সালিশের আদেশ/রায়ের উপর নির্ভর করে।

29.আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান অবস্থান হল যে, বকেয়া অর্থ এখনও বিপরীত পক্ষ/অভিযোগকারী দ্বারা প্রদান করা হয়নি যা তার অনুপস্থিতির দ্বারা বিপরীত পক্ষ দ্বারা এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি।

30.স্বীকৃতভাবে ১৫.০৫.২০১৫ তারিখে গাড়িটি পুনরুদ্ধার করার জন্য আবেদনকারীরা বিজ্ঞ সালিসকারীর আদেশের ভিত্তিতে উক্ত গাড়িটির নিষ্পত্তি করেছেন কঠোরভাবে পক্ষগুলির মধ্যে এবং তাদের মধ্যে চুক্তিতে থাকা নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

31. নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫ মামলায় সুপ্রিম

কোর্টঃ(২০২১ সিআরআই এলজে ২৪১৯ (এসসি)) ফৌজিদারি কার্যবিধি/এর ধারা ৪৮২/অথবা উল্লিখিত রায়ের ৮০ অনুচ্ছেদে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্ট দ্বারা অনুসরণ করা নির্দেশিকাগুলি নির্ধারণ করেছে নিম্নরূপ:

- "

* * * * *

iii) প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ বা কোনও ধরনের অপরাধ প্রকাশ না করা হলে আদালত তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না।

iv) বাতিল করার ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, যেমনটি দেখা গেছে, 'বিরলতম বিরলতম ক্ষেত্রে (মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে গঠনের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না)।

vii) অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত।

* * * * * *

x) ব্যতিক্রমী মামলাগুলি ছাড়া যেখানে হস্তক্ষেপ না করার ফলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটবে, আদালত এবং বিচার প্রক্রিয়ার অপরাধের তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়;

xiii) ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা এটি খুব বিস্তৃত, তবে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে আরও সতর্ক হতে হবে।এটি আদালতের উপর একটি কঠোর এবং আরও পরিশ্রমী দায়িত্ব অর্পণ করে;

xiv) যাইহোক, একই সময়ে, আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বাতিলকরণ এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলিকে বিবেচনা করে, বিশেষ করে আর.পি কাপুর এ আই আর ১৯৬০ এসসি ৮৬২-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত।(উপরে) এবং ভজন লালের (এআইআর ১৯৬০ এসসি ৮৬২) (উপরে), **এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এক্তিয়ার** রয়েছে;

xv) এফআইআর বাতিল করার জন্য একটি প্রার্থনা যখন অভিযুক্ত এবং

আদালত ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন শুধুমাত্র বিবেচনা করতে হবে যে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি একটি অজ্ঞাত অপরাধের ঘটনার প্রকাশ করে কিনা।অভিযোগের গুণাগুণ একটি আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় কি না তা আদালতকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে না এবং আদালতকে তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এ অভিযোগের তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে; "

32. আদালত উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মূল বিষয় সম্পর্কিত উক্ত আদালতের আরও বেশ কয়েকটি রায় বিবেচনা করেছেঃ_

সেখানে আপিলকারীদের জন্য.....

(a) তেলেঙ্গানা রাজ্য বনাম হাবিব আবদুল্লাহ জিলানি, (২০১৭) ২ এস. সি. সি ৭৭৯:(এ. আই. **আর ২০১৭ এস. সি** ৩৭৩)।

(b) হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ এসএউপিপি (১) এস. সি. সি ৩৩৫:(এ. **আই. আর ১৯৬০ এস.** সি ৮৬২)।

(c) ইমতিয়াজ আহমেদ বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১২) ২ এস. সি. সি ৬৮৮:(এ. আই. **আর ২০১২ এস. সি** ৬৪২)।

(d) রাবুরি কৃষ্ণ মূর্তি বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য (এ. আই. আর. অনলাইন ২০২১ এস. সি ৪৫৪) (ফৌজদারি আপিল নম্বর. ২০২১-এর ২৭৪-২৭৫, ০৫.০৩.২০২১-এ স্থির করা হয়েছে)।

(e) এশিয়ান রিসারফেসিং অফ রোড এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, (২০১৮) ১৬ এসসিসি ২৯৯:(এ. আই. আর **২০১৮ এস. সি ২০৩৯)।**

সেখানে প্রতিবাদীগন জন্য.....

i) কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল. মুনিস্বামি, (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯:(১৯৭৭ ক্রি এলজে ১১২৫ (এসসি))।উক্ত মামলাটি বিবেচনা করার সময় আদালতের আরও বেশ কয়েকটি রায় আদালতে পেশ করা হয়।আদালত এই সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করেছেঃ_

i) আর. পি. কাপুর বনাম পঞ্জাব রাজ্য **এ আই আর ১৯৬০** এসসি ৮৬২।

ii) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী এবং অন্যান্য (আপিল (সিআরআই)) ২০০৩ সালের ১১৮০ (এ.আই.আর ২০০৪ এস. সি **৩৯৬৭)**

তারিখ ২৭.০৭.২০০৪।

iii) সানাপারেড্ডি মহিধর শেষগিরি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য আপিল (সিআরআই) ২০০৭ সালের ১৭০৮ (এআইআর ২০০৮ এসসি **৭৮৭) তারিখ ১৩.১২.২০০৭।**

iv) মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য বনামঅরুণ গুলাব গাওয়ালি এবং অন্যান্যরা। ফৌজদারি আপিল নং. ২০০৭ সালের ৫৯০ (এ. আই. আর ২০১০ এস. **সি ৩৭৬২) তারিখ** ২৭.০৮.২০১০।

v) বিহার রাজ্য বনাম জে. এ. সি. সালদানহা, (১৯৮০) ১ এস. সি. সি **৫৫৪:(এ. আই. আর ১৯৮০** এস. সি ৩২৬)।

vi) এস. এম. শর্মা বনাম বিপিন কুমার তিওয়ারি, (১৯৭০) ১ এস. সি. সি **৬৫৩:(এ. আই. আর ১৯৭০** এস. সি ৭৮৬)।

vii) ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রকাশ পি. হিন্দুজা, (২০০৩) ৬ এসসিসি ১৯৫:(এ. আই. আর **২০০৩ এস. সি ২৬১২)।**

viii) সতবিন্দর কৌর বনাম রাজ্য (দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের সরকার), (১৯৯৯) ৮ এস. সি. সি. ৭২৮:(এ. **আই. আর ১৯৯৯ এস.** সি ৩৫৯৬)।

ix) পুলিসের সুপারিনটেনডেন্ট, সিবিআই বনাম তপন কুমার সিং, (২০০৩) ৬ এস সি সি ১৭৫ঃ(এ. আই. **আর ২০০৩ এস. সি** ৪১৪০)।

x) পি. চিদাম্বরম বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, (২০১৯) ৯ এসসিসি ২৪:(এ. আই. আর **২০১৯ এস. সি ৪১৯৮)।**

xi) স্কোডা অটো ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ২০২০ এসসিসি অনলাইন এসসি ৯৫৮:(এআইআর ২০২১ এসসি ৯৩১)।

xii) বিশেষ পরিচালক বনাম মহম্মদ। গোলাম গৌস, (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ৪৪০: **(এ. আই. আর ২০০৪** এস. সি ১৪৬৭)।

xiii) নিটকো টাইলস লিমিটেড বনাম গুজরাট সিরামিক ফ্লোর টাইলস তৈরিকারক অ্যাসোসিয়েশন, (২০০৫) ১২ এস. সি. সি ৪৫৪: **(এ.আই. আর. এনলাইন ২০০৫** এস. সি ৫৮৭)।

xiv) হিন্দুস্তান টাইমস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯৮) ২ এসসিসি ২৪২:(এ. আই. আর **১৯৯৮ এস. সি ৬৮৮)।**

xv) ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস (পি) লিমিটেড বনাম মাসুদ আহমেদ, (২০১০)

৯ এস. সি. সি ৪৯৬:(২০১০ এআইআর **এসসিডব্লিউ ৫৭১৫)। অন্যদের মধ্যে।**

33. এবং পরিশেষে আদালত উপরে উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলি নির্ধারণ করে।বর্তমান ক্ষেত্রে, লার্নড ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগটি একটি সালিশ ধারার সাথে ভাড়া ক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত এবং লার্নড আরবিট্রেটারের আদেশ/পুরস্কার কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহনটি আইনত পুনরায় দখল করা হয়েছিল, যা এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাস করা হয়েছিল যে অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ এখানে চুক্তির তার অংশটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

34. ঘটনাগুলি স্পষ্টভাবে লিখিত অভিযোগের মতো ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে না।

35. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদন, যার ফলে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন নিবন্ধিত হয়, তা প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব মামলায় (এআইআর ২০১৫ এসসি ১৭৫৮) (উপরে) বর্ণিত আইনের নীতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

36. সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, কোনও অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত।

37. এই আদালতের সামনে প্রসিকিউশন/অভিযোগ মামলা এমন একটি মামলা যেখানে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে অভিযোগের আবেদনে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ বা কোনও ধরণের অপরাধ প্রকাশ করা হয় না এবং তাই এই আদালত উক্ত কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে না যা প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব মামলায় (এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি ১৭৫৮) (উপরে উল্লিখিত) আইনের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং এটি উল্লিখিত বিরল পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি যেখানে বাতিলের আবেদন বিবেচনা করা উচিত।

38. এই সমস্ত তথ্য এবং নথির উপকরণ বিবেচনা করে, বর্তমান মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা এর অধীনে হস্তক্ষেপ করার যোগ্য।

মামলার উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, যদি বর্তমান কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি আদালতের প্রক্রিয়ার নিছক অপব্যবহার হবে এবং এইভাবে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে বর্তমান কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন।

39.২০১৯ সালের সি. আর. আর ২৬১ অনুমোদিত হল।

40. দুর্গাপুর থানা মামলা নং- ২০১৮ সালের ১৭৮ তারিখ ২৯.০৪.২০১৮ এ এই কার্যক্রম চলছে জি.আর এর সাথে সম্পর্কিত মামলা নং ২০১৮ সালের ৬১১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭/৪৭১/৪৭৪/১২০বি ধারার অধীনে দুর্গাপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন বাতিল করা হল।

41.খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার নেই।

42.নিম্ন আদালতের নথি (যদি থাকে) সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি মেনে চলার জন্য অবিলম্বে বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

43. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

আবেদন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.